

💵 জানাত-জাহানাম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ জান্নাতীদের পানীয় রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

জান্নাতীদের পানীয়

জান্নাতে আছে পানির সমুদ্র ও নদী, শারাবের সমুদ্র ও নদী, মধুর সমুদ্র ও নদী, দুধের সমুদ্র ও নদী। তাছাড়া ঝরনাও রয়েছে সেখানে। সেখান হতে জান্নাতীরা ইচ্ছামত পান করতে পারবে। খাদেমদের মাধ্যমেও পান করানো হবে। এক ঝরনা থেকে কপূর-মিশ্রিত পানি পান করবে। (দাহরঃ ৫-৬) সালসাবীল ঝরনা থেকে আদা-মিশ্রিত পানি পান করবে। (ঐঃ ১৭-১৮) তাসনীম ঝরনা থেকেও পান করবে বেহেন্ট্রী পানি। (মুত্বাফফিফীন ২৭-২৮) জান্নাতীরা জান্নাতে পবিত্র শারাব পান করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ि وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا অর্থাৎ, তাদের দেহে হবে মিহি সবুজ এবং মোটা রেশমী কাপড়, তারা অলঙ্কৃত হবে রৌপ্য-নির্মিত কঙ্কনে, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। (দাহরঃ ২১)

বেহেশতের সে শারাব কিন্তু কোনভাবেই দুনিয়ার মদের মত নয়। দুনিয়ার মদে নেশা হয়, মাথা ঘোড়ে, পেটে ব্যথা হয়, বমি হয়, রোগ সৃষ্টি হয়। তাতে মানুষ জ্ঞানশূন্য হয়, ভুল বকে, মাতলামি করে। কিন্তু জান্নাতের শারাব এ সবকিছু থেকে পবিত্র।

মহান আল্লাহ বলেন.

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (45) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (47) يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (45) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (47) عَطْافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (45) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (47) عَطْافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (45) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (47) عَطْافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (45) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لَا فَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (45) بَيْضَاءَ لَذَةً لِلشَّارِبِينَ (46) لَا فَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (45) بَيْضَاء لَا لَا عَلَيْهِم بِكَالِم بَعْلَم بُعْلِم بِكَافًا عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (45) بَيْضَاء لَا لَا عَلَيْهِم بِكَافًا عَلَيْهِم بِكَافِهِم بِكَافًا عَلَيْهِم بِكَافًا عَلَيْهِم بِكَافًا عَلَيْهِم بِكَافًا عَلَيْهِم بِكَانَا عَلَيْهِم بِكَافًا عَلَيْهِم بِكَافًا عَلَيْهُم بِكَافًا عَلَيْهِم بِكَافًا عَلَيْهُم بِكَالْهُم بَعْهُم بِكَافًا عَلَيْهِم بِكَافًا عَلَيْهِم بِكَافًا عَلْم بَعْمِ بِكَافًا عَلَيْهُم بِكَافِي اللْمَاف اللهِ بَعْلِم بِكَافِلُ وَلَا لَا عَلَيْهَا بَعْنَفُونَ (47) بَيْضَاء فَيْهِم بِكُونِ مِنْ مُعْفِينٍ (45) بَيْضَاء فَيْقُونُ مِنْ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْر لَّذَّةٍ لِّلشَّاربينَ

অর্থাৎ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নদীমালা আছে। (মুহাম্মাদঃ ১৫)
সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল, তাতে নেশা হবে না, মাথা-ব্যথাও হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,



يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْقٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ

অর্থাৎ, সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে (মদ ভরা) পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কর্মে লিপ্ত হবে না। (তুরঃ ২৩)

সে এক অন্য শ্রেণীর বিশুদ্ধ মদিরা। যাতে থাকবে কস্তুরীর মিশ্রণ। যা থাকবে সীল করা, মোহর আঁটা। মহান আল্লাহ বলেন.

অর্থাৎ, তাদেরকে মোহর আঁটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। (মুত্বাফফিফীনঃ ২৫-২৬)।

জান্নাতীরা ইচ্ছামত খাবে ও পান করবে; কিন্তু মলমূত্র হবে না। সব কিছু হজমে গন্ধহীন হাওয়া হয়ে ঢেকুরের সাথে অথবা কস্তুরীর মত সুগন্ধময় ঘাম হয়ে নির্গত হয়ে যাবে। (মুসলিম ২৮৩৫নং)

প্রশ্ন হতে পারে, জান্নাতীরা যদি চিরসুখী, চিরবিলাসী, জান্নাতে যদি ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই, প্রস্রাব নেই, পায়খানা নেই. তাহলে জান্নাতীরা পানাহার করবে কেন? মহান আল্লাহ তো বলেছেন.

অর্থাৎ, তোমার জন্য এটাই থাকল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং নগ্নও হবে না। সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রোদ্র-ক্লিষ্টও হবে না। (ত্বাহাঃ ১১৮-১১৯)

আসলে পানাহার ক্ষুধা অনুভব করার পর নয়, ক্ষুধা নিবারণের জন্যও নয়। বরং তা অতিরিক্ত সুখ ও তৃপ্তি দান করার জন্য।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12195

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন